গাইড গাইডারস্ ওরিয়েন্টেশন কোর্স সহায়িকা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

NUTRITION
BIID
পুষ্টি আমায় করবে সফল

জাতীয় কমিশনার ও প্রশিক্ষণ কমিশনারের শুভেচ্ছা বাণী

ঊনবিংশ শতাব্দির প্রাক্কালে নারী নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি গার্ল গাইডের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা করেন। আজ বিংশ শতাব্দিতে এসেও এই শিক্ষা কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক রয়েছে। গাইডের কর্মসূচিতে রয়েছে শিক্ষা, শান্তি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, খাদ্য ও পুষ্টি এবং কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিষয়ক কার্যক্রম। ৬ বছর বয়সী একটি কন্যা শিশু গার্ল গাইড সংগঠনে যুক্ত হয়ে তার সর্বোত্তম কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদানে লিপ্ত হয়। ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে সে তার নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রায় অংশগ্রহণ করে। ফলে, নেতৃত্বের অনুশীলন, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন দক্ষতার ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আর এই শিশুদের সর্বমূখী পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, কার্যকর শিক্ষা ও জীবন ভিত রচনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে একজন দক্ষ গাইডার। গাইডিং এর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও স্বেচ্ছাসেবার মহান ব্রত তিনি তাঁর প্রশিক্ষণের প্রতিটি ধাপে সংযোজন করে জীবনব্যাপী উচ্চতর যোগ্যতা ও মানবিক গুন সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক তৈরিতে অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। বহুদিনের কাঙ্খিত এই গাইড গাইডারস ওরিয়েন্টেশন কোর্স সহায়িকাটি তৈরী ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি সাধুবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সহায়িকাটি গাইডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ফলশ্রুতিতে আজকের শিশুরা ভবিষ্যতে একজন যোগ্য মানুষে পরিণত হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক,
গাইড আন্দোলন চিরজীবি হোক।

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
জাতীয় কমিশনার, প্রশিক্ষণ কমিশনার
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।
ও
গ্রেড-১ কর্মকর্তা (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

কাজী জেবুন্নেছা বেগম

জাতীয় কমিশনার, প্রশিক্ষণ কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

ও

গ্রেড-১ কর্মকর্তা (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সংস্করণ ঃ

কাজী জেবুন্নেছা বেগম

জাতীয় কমিশনার, প্রশিক্ষণ কমিশনার, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

ও

গ্রেড-১ কর্মকর্তা (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সম্পাদনা পর্ষদ ঃ

সাবিনা ফেরদৌস

ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রশাসন) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আহমেদ

ডেপুটি জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

তানজিনা বিনতে মোশাররফ

জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

সাবিনা বেগম

জনসংযোগ, প্রচার ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

পংকজ শর্মা

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

জাতীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

অর্থায়নে ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন।

সূচিপত্র (CONTENTS)

ক্রমিক	সূচীপত্র (Contents)	পৃষ্ঠা নং
১.	গার্ল গাইডিং পরিচিতি (Introduction to Girl Guiding)	১
২.	গার্ল গাইডিং এর ইতিহাস (History of Girl Guiding)	১
৩.	গার্ল গাইডস্ প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি (Founder of Girl Guides)	২
৪.	বিশ্ব গার্ল গাইড/ গার্ল স্কাউটস্ মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য(Mission, Vision & Goals of WAGGGS)	৩
৫.	বাংলাদেশ গার্ল গাইডিং এর ইতিহাস (History of Girl Guiding in Bangladesh)	৩
৬.	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সমূহ (Mission, Vision & Goals of BGGA)	৩
৭.	গার্ল গাইডিং এর শাখা ও স্তর সমূহ (Sections of Girl Guiding)	৩
৮.	সাপ্তাহিক সভা (Weekly Meeting)	৫
৯.	গাইড টেস্ট কার্ডের প্রবেশ সমূহ (Tenderfoot Course of Entry)	৬
	➢ গাইড প্রতিজ্ঞা (Guide Promise)	৬
	➢ গাইড নিয়মাবলী (Guide Laws)	৭-৮
	➢ পোশাক (Uniform)	৯
	➢ গান/খেলা (Guide song/play)	১০
	➢ ভালো কাজ (Good Turn)	১১
	➢ সালাম চিহ্ন ও বাম হাত মিলানো (Guide Salute, Sign & Left-Hand Shake)	১১
	➢ গাইডের গেরো (Guide Knot)	১২
১০.	গাইড অনুষ্ঠানাদি (Ceremonials of Guide)	১৩
১১.	পরিপত্র (Circular)	১৪-১৮

গার্ল গাইডিং পরিচিতি (Introduction to Girl Guiding) ঃ

বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থা বা ওয়্যাগস্ (World Association of Girl Guides & Girl Scouts - WAGGGS) একটি আন্তর্জাতিক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যা সম্পূর্ণ নারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাশ্রয়ী কার্যক্রম হিসেবে কাজ করে। এটি বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ও প্রাচীনতম নারী সংগঠন হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই সংস্থাটি ২০১০ সালে শতবর্ষ পূর্ণ করে। মূলতঃ একটি মেয়ের শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে এই আন্দোলনের সৃষ্টি। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ছেলেদের নিয়ে স্কাউটিং শুরু করেন এবং সূচনা লগ্নে মেয়েরা এই আন্দোলনে শরীক হতে চায়। সেই চাহিদা হতে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ছেলেদের জন্য স্কাউটিং এর পাশাপাশি একই নিয়মে মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে গার্ল গাইডিং বা গার্ল স্কাউটিং শুরু হয়। শিঘ্রই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রচার ও প্রসার লাভ করে। নারীরাই এর চালিকা শক্তি। ট্রেইনিংপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নারীরা বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের এই শিক্ষা দান করেন।

বাংলাদেশে ৬-৩০ বছর পর্যন্ত বয়সের মেয়েদের জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালে জারীকৃত ৩১ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন মেয়েদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাশ্রয়ী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশ্বজুড়ে মেয়েদেরকে বয়স ভিত্তিক শাখায় ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের চারটি শাখা রয়েছে। বয়সভিত্তিক শাখা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নারীরা মেয়েদের লীডার বা গাইডার হিসাবে কাজ করেন।

বাংলাদেশে গাইডিং কার্যক্রম মূলতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হয়। গাইডিং প্রধানত বালিকা, কিশোরী, তরুণী ও যুবানেত্রীদেরকে (৬-৩০ বছর) তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বয়স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া গাইডিং নারীদের মানসিক গুনাবলীর বিকাশ, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা সাধন ও সচেতনতা বৃদ্ধির পরিচর্যার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে যত্নবান হয়। গাইডিংকে ফলপ্রসু করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষক দ্বারা এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এই আন্দোলন একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সঙ্গে কাজ করে থাকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মেয়ে ও নারী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

গার্ল গাইডিং এর ইতিহাস (History of Girl Guiding) ঃ

উনিশ শতকের গোড়ার কথা, সে সময় খোদ ইউরোপেও মেয়েরা বহির্জগতের কোন কাজ করতে পারতো না। তখন পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ বা স্বাধীনতা ছিল সীমিত। সেই সময় সেলাই, ছবি আঁকা, গান/বাজনা বা অন্দর মহলে স্কাউটস্ ছিলো তাদের জীবন আবদ্ধ। নতুন শতাব্দীতে মেয়েরা নতুন স্বপ্ন দেখছিলো- চেয়েছিল পুরুষের পাশে চলার স্বাধীনতা। ১৯০৬ সাল, এমন সময় লর্ড স্টিফেন্স স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল "বোয়ের" যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। এই যুদ্ধে তিনি নিজ উদ্যোগ ও "রিসোর্স" এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতেন। তার এই ধারনা যুব সমাজের জন্য স্বশিক্ষা ও অবসরকালীন বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা যায় মনে করে বিভিন্ন পরিবেশের ছেলেদের নিয়ে পরীক্ষামূলক ক্যাম্প করেন। এছাড়া একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিনে "স্কাউটিং ফর বয়েজ" লিখতে শুরু করেন। এতে অভূতপূর্ব সাড়া মিলে, ছেলেদের জন্য স্কাউটিং এর জন্ম হয়। ১৯০৮ সালে স্কাউট আন্দোলন সরকারী মর্যাদা পায়। স্কাউটিং এর এই ধারনা মেয়েদেরকেও নাড়া দেয়। ১৯০৯ সালে ৪ সেপ্টেম্বর লন্ডনের "ক্রিস্টাল প্যালেস" এ সর্ব প্রথম "সর্ব ইংল্যান্ড স্কাউট র‍্যালী" অনুষ্ঠিত হয়। এগারো হাজার বয়স্কাউট এতে অংশগ্রহণ করে। ভাইদের কর্মসূচী ও তাদের পোষাক নিয়ে ১১ জন মেয়ে স্কাউট র‍্যালীতে যোগদান করতে আসে। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এদের দেখে অবাক হন। মেয়েদের উৎসাহ দেখে তিনি ভাবেন ছেলেদের জন্য দল থাকবে মেয়েদের জন্য কেন নয়? এই ভাবনা থেকে তিনি সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে মেয়েদের জন্য স্কাউটের ভগিনী সংগঠন "গার্ল স্কাউট" নামে আলাদা সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর বোন এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েলকে এর দায়িত্ব দেন।

তিনি "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বই থেকে লিখলেন "হাউ গার্লস ক্যান হেল্প দ্যা এম্পায়ার"। তিনি গাইডদের একটি কোম্পানী চালু করেন। কোম্পানীর নাম দেন "মিস ব্যাডেন পাওয়েলস ওন" দ্রুত বেসরকারীভাবে গাইড দল গঠিত হতে লাগলো ও প্রধান কার্যালয়ে ছয় হাজার "নিজস্ব স্টাইলের" গাইড রেজিস্টার হলো। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এদের নাম দিলেন "গাইড"। এই নামটি তিনি নিয়েছেন ভারতীয় গাইড "করপস" থেকে যারা নিজেদের সরঞ্জাম উদ্ভাবনের দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিলো। এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েল এই দলের সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার পর এর প্রেসিডেন্ট হিসাবে "গার্ল গাইডস্ হেড কোয়াটার" তৈরী করেন। ১৯১০ সালে সরকারিভাবে এই আন্দোলন স্বীকৃত হয়। ১৯১২ সালে তিনি তাঁর বই "হাউ গার্লস বিল্ড আপ দ্যা এম্পায়ার" প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে সিনিয়র গ্রুপ বা রেঞ্জার দল চালু হয়। ১৯১২ সালে স্যার বেডেন পাওয়েলের সঙ্গে মিস অলেভ সেন্ট ক্লেয়ার সোমস এর বিয়ে হয়। পরবর্তীতে তিনি লেডী ব্যাডেন পাওয়েল নামে গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়াও জুলিয়েট লো এর সহায়তায় আমেরিকায় (USA) গাইডিং কার্যক্রম শুরু হয়।

গার্ল গাইডস্ প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি (Founder of the Girl Guides) ঃ

রবার্ট স্টিফ্যান্স স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল (Robert Stephenson Smyth Baden Powell 1857 - 1941) ঃ

গাইড এবং স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফ্যান্স স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল সংক্ষেপে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের প্যাডিংটনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশাগত জীবনে একজন সৈনিক ছিলেন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ "স্কাউটিং ফর বয়েজ" ১৯০৭ সালে এই আন্দোলনকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। এতে করে মেয়েরাও উৎসাহিত হয়। লর্ড বেডেন পাওয়েল প্রথমাবস্থায় তাঁর বোন এগনেস ব্যাডেন পাওয়েলের সহযোগিতায় ১৯০৯ সালে গার্ল গাইড আন্দোলনের প্রবর্তন ও প্রসার ঘটান। ১৯০৯ সালে রাজা এডওয়ার্ড, লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের স্কাউট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দান করেন এবং তাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে তাঁকে "স্যার ব্যাডেন পাওয়েল" নামে অভিহিত করা হয়। ১৯১০ সালে প্রথম গাইড কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন হয় এবং একই সালে ১০ এপ্রিল অর্থাৎ ১৯১০ সালের ১০ এপ্রিল গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসেবে সারা বিশ্বে পালন শুরু হয়। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

লেডি ওলেভ সেইন্ট ক্লেয়ার সোমস (Lady Olave Saint Clair Soames 1889 - 1977) ঃ

অলেভ সেইন্ট ক্লেয়ার সোমস সংক্ষেপে লেডী ওলেভ ব্যাডেন পাওয়েল ১৮৮৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের চেস্টারফিল্ড এ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব স্যার লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের সাথে লেডী ওলেভ ব্যাডেন পাওয়েলের বিবাহ সম্পন্ন হয়। স্ত্রী হিসেবে তিনিও শিঘ্রই স্কাউটিং ও গাইডিং এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। গার্ল গাইড আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মহিয়সী নারীর অবদান অপরিসীম। গার্ল গাইড আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে ওলেভ লেডী ব্যাডেন পাওয়েল "বিশ্ব চীফ গাইড" নির্বাচিত হন। বিশ্ব বরেণ্য এই মহিয়সী নারী ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে জুন মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্ব গার্ল গাইড/গার্ল স্কাউট এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য (Mission, Vision & Goal of WAGGGS) ঃ

ভিশন (Vision) - প্রত্যেক বালিকা, কিশোরী ও তরুণীকে (৬-৩০ বছর) মূল্যায়ন ও সমৃদ্ধ করা যেন তারা বৈশ্বিক পরিবর্তনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে (All girls & young women are to be valued & to take action to change the world)

মিশন (Mission)- বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন যেন তারা দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে (To enable girls & young women to discover their full potentials for becoming a responsible individual internationally).

লক্ষ্য (Goal) - এই সংস্থা দুইটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

- মেয়েদেরকে আরো সুযোগ করে দেয়া যেন তারা সুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব দান করতে পারে।
- নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে গার্ল গাইডিং এর ইতিহাস (History of Girl Guiding in Bangladesh) ঃ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় নারীর সম অংশগ্রহণ ও উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অনুমোদন এবং ১৯৭৩ সালে ৩১ নং আইন বলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য (Mission, Vision & Goal of BGGA) ঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের লক্ষ্য হচ্ছে মেয়েদের চরিত্র গঠন, আনুগত্য ও আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ দান, অপরের মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ, নিজেদের প্রয়োজনে আসবে এমন কাজে প্রশিক্ষণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।

বাংলাদেশের মেয়েদের শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে উত্তম নাগরিক রূপে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি, নাগরিক চেতনা ও অপরের মঙ্গলার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলা। বাংলাদেশে গাইডিং মূলতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গাইডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও প্রসার লাভ করে বিশ্ব পরিসরে সুনাম ও মর্যাদা লাভ করেছে।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং যুগের চাহিদা ও বয়স অনুসারে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা, গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস আন্দোলনের মৌলিক নীতি সমূহ উপলব্ধি ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।

গার্ল গাইডিং এর শাখা ও স্তর সমূহ (Sections of Girl Guiding) ঃ

গাইড মেয়েদের শারীরিক মানসিক ক্রমবিকাশের উপর লক্ষ্য রেখে বয়স ভিত্তিক গার্ল গাইড সদস্যদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে, যেমন ঃ

- হলদে পাখি ঃ ৬ - ১০ বছর
- গাইড ও সি-গাইড ঃ ১১ - ১৬ বছর
- রেঞ্জার ও সি-রেঞ্জার ঃ ১৭ - ২৬ বছর
- যুবা নেত্রী ঃ ২৭ - ৩০ বছর

সম্প্রসারণ গাইডিং (Extension Guiding)

প্রতিটি শাখায় সুবিধা বঞ্চিত, সামাজিক প্রতিবন্ধিদের জন্য গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

হলদে পাখি (Yellow Bird)

হলদে পাখিদের প্রশিক্ষণ সাধারণত খেলার মাধ্যমে দেয়া হয় এবং প্রতিজ্ঞা, নিয়মাবলী বাস্তবায়নের জন্য বাড়ীর কিছু কিছু কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়। তারা সর্বোচ্চ ২৪ জনের ঝাঁক বা দলে কাজ করে। হলদে পাখির এই দল বা ঝাঁকটি একজন বা দু'জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞপাখি (হলদে পাখি গাইডার) দ্বারা পরিচালিত হয়। ছয়জন হলদে পাখি নিয়ে ষষ্ঠক গঠিত হয়। ষষ্ঠকে একজন নেতা থাকে তাকে ষষ্ঠক নেতা বলে। হলদে পাখির মূলমন্ত্র " সাহায্য করা" (Lend A Hand)।

গার্ল গাইডস্ ও সি-গাইডস্ (Girl Guides & Sea Guides) ঃ

১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের মেয়ে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বা উন্মুক্ত) গাইড কোম্পানীতে যোগ দিতে পারে। একজন গাইড টেন্ডারফুট কোর্স সম্পন্ন করার পর দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে টেন্ডারফুট ব্যাজ অর্জন করে। এই ব্যাজ তাকে জীবন পথে চলতে শেখায়। তাদেরকে প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করতে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। নৌ-বাহিনী দ্বারা পরিচালিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গাইডিং এ অন্তর্ভূক্ত ছাত্রীরাই "সি গাইডস্"। এরা সাধারণত গাইড প্রতিজ্ঞা, নিয়মাবলী সহ নৌ-বাহিনীর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। গাইডের মূলমন্ত্র "সদা প্রস্তুত থাকা" (Be Prepared)।

রেঞ্জার ও সি-রেঞ্জার (Ranger/Sea Ranger) ঃ

১৭ থেকে ২৬ বছর বয়সের (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বা উন্মুক্ত) ছাত্রীদের নিয়ে রেঞ্জার দল গঠন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মুক্ত রেঞ্জার ইউনিট গঠন করা যায়। এদের প্রশিক্ষণে সাধারণত সমাজ সেবার প্রতি জোর দেয়া হয়। নৌ-বাহীনি দ্বারা পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গাইডিং এ অন্তর্ভূক্ত ছাত্রীরাই "সি রেঞ্জার"। রেঞ্জারের মূলমন্ত্র "সেবা প্রদান করা" (Service)।

যুবানেত্রী (Young Leaders) ঃ

২৭ থেকে ৩০ বছর বয়সের তরুণীরা যে কোন দল পরিচালনা বা কর্মসূচি সম্পাদনে সহায়তা করে থাকে। যুবানেত্রীর মূলমন্ত্র "নেতৃত্ব দান"। এরা গাইডের প্রশাসনিক বিভিন্ন শাখায় সহযোগী হয়ে ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণে তৈরী হয়।

তিন শাখার গাইডার (Guider of 3 Sections) ঃ

বিজ্ঞপাখি (হলদে পাখি গাইডার, গাইড গাইডার, ক্যাপ্টেন বা রেঞ্জার গাইডার)

গার্ল গাইডস্ যেহেতু স্কুল, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ; সেহেতু যিনি ঝাঁক, কোম্পানী, ইউনিট বা দল পরিচালনা, সভার আয়োজন এবং তাদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেন, তিনি হবেন একজন গাইডার। এছাড়া মুক্ত দল পরিচালনা করতে একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত গাইডার হতে হবে।

গাইডার হবার প্রক্রিয়া (How to be a Guider) ঃ

গাইডার নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে গার্ল গাইডের উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক বা জাতীয় কার্যালয় হতে গার্ল গাইডিং এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝাঁক, কোম্পানী ও ইউনিট পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও যে কোন উৎসাহী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী মুক্ত ইউনিট বা মুক্ত দল পরিচালনা করতে পারেন। তবে তার গাইডিং-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞানলাভ ও দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

কমিশনার (Commissioner) ঃ

একজন কমিশনার একটি এলাকার অথবা তার উপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। গাইড ইতিহাসে "কমিশনার" এর যাত্রা শুরু হয় গাইড আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ের চাহিদা হতে। প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল প্রথমে স্কাউট/গাইড দল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর গঠিত হয় পেট্রোল ও পরে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে বয়স্ক নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাতে 'কমিশনার' পদের আবির্ভাব হয়। কমিশনার হলেন বয়স্কদের নেতা বা Leader of adults.

ট্রেইনার (Trainer) ঃ

গার্ল গাইডিং এর ভাষায় প্রশিক্ষণ বলতে শুধু বয়স্কদের প্রশিক্ষণকে বুঝায়। বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন-এর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর একজন ট্রেইনার পদে নিযুক্ত হন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তিনি সকল শাখার গাইডার, সদস্য ও কমিশনারদের প্রশিক্ষণ দিবেন এবং গাইড আন্দোলনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সর্বাত্বক ভাবে এসোসিয়েশনকে সাহায্য করবেন। তিনি সরাসরি গাইড মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিবেন না, তবে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং দীক্ষা দিবেন।

ওয়ারেন্ট গাইডার (Warrant Guider) ঃ

ওয়ারেন্ট হলো একটি লাইসেন্স বা সনদ যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন একজন গাইডারকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব প্রদান করে। এই সময় ওয়ারেন্ট গাইডার তার উপর প্রদানকৃত দায়িত্ব শাখা অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্দিষ্ট উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলে পালন করবেন। ওয়ারেন্ট গাইডার বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এর ট্রেইনারদের সহযোগী ও বন্ধু হিসেবে কাজ করবেন। তিনি গাইডিং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন।

সাপ্তাহিক সভা (Weekly Meeting) ঃ

গাইডার বা গাইড শিক্ষিকাগণ গাইডের বিভিন্ন বিষয় শিখানোর জন্য গাইডদেরকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন সেশন পরিচালনা করে থাকেন বা মিলিত হন। এই মিলিত হওয়াকে সাপ্তহিক সভা বলে। তবে কোন কোন কোম্পানী বা গাইড দল বিদ্যালয়ের সুবিধা অনুসারে সপ্তাহে একাধিকবার মিলিত হন।

সাপ্তহিক সভার দুইদিন আগে সকল গাইডকে জানিয়ে দিতে হবে সাপ্তাহিক সভার তারিখ ও সময়সূচি। কারণ, অনেক সময় বিদ্যালয়ের ছুটির পরে গাইড সভা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এতে করে গাইডরা বাড়িতে বলে আসতে পারবে। সাপ্তাহিক সভার কর্মসূচী পরিচালনার সময় গাইডারকে বিদ্যালয় কর্তৃক দেয়া নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে (১ঘন্টা বা ৪০/৪৫ মি হতে পারে)। এই নির্ধারিত সময়কে ভাগ করে সেশন পরিচালনা করা হয়। মুক্তদল নিজ সুবিধামত স্থানে সভা পরিচালনা করবে।

সভায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পতাকা উত্তোলন, পেট্রোল ড্রিল এবং পূর্বের শিখানো বিষয়টির উপর যে কোন টেস্ট গেম দিয়ে পুনরাবৃত্তি করা যায়। এরপরে নতুন যে কোন একটি বিষয় শিখাতে হবে; যা হতে পারে হাতে কলমে বা গান/খেলার মাধ্যমে। সর্বশেষ পতাকা নামিয়ে ট্যাপস্ দিয়ে সভা শেষ করতে হবে। সভার স্থানটি পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার ও গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। সপ্তাহিক সভাটি যেন আনন্দদায়ক ও বৈচিত্রপূর্ণ হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে করে গাইডরা গাইডিং এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সাপ্তাহিক সভাটি সুবিধা অনুযায়ী হর্স স্যু ফরমেশনে পরিচালনা করা যায়। পতাকা উত্তোলন ছাড়াও সভা পরিচালনা করা যায়।

প্রবেশ ঃ

টেন্ডারফুট ও টেস্ট কার্ড পরিচিতি ঃ গাইডিং এ প্রবেশ করতে একটি মেয়েকে নিজ বিদ্যালয়েরে হলদে পাখি/ গাইড/রেঞ্জার দলে অথবা সুবিধা অনুযায়ী কোন মুক্ত দলে যুক্ত হতে হবে। গাইডিং এ বিভিন্ন শাখার মেয়েদের জন্য শিক্ষাক্রমের ধাপ রয়েছে। সেই ধাপ অনুযায়ী সিলেবাস আছে। প্রথম ধাপটির নাম "প্রবেশ"। "প্রবেশ ও তার পরের ধাপ টেন্ডারফুট কোর্স করার জন্য একটি কার্ডে সিলেবাসটি দেওয়া আছে"। গাইডার একদিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করে দল খুলতে পারবেন ও টেস্ট কার্ডের "প্রবেশ" অংশ ধরে মেয়েদের তৈরী করবেন। "প্রবেশ" অংশ শেষ হলে নিজেই মেয়েদেরকে টাই/ স্ক্যার্ফ পরাতে পারবেন। এটি একটি ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করতে পারলে মেয়েরা উৎসাহিত হবে। এরপর গাইডার পাঁচ দিনের "বেসিক কোর্স" সম্পন্ন করে দলের মেয়েদেরকে সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে টেস্ট কার্ডের "টেন্ডারফুট" এর বাকি অংশসমূহ করাবেন। সাধারণত ১২টি সভার মাধ্যমে এ কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব। যা গাইডারকে সাহায্য করবে মেয়েদেরকে সিলেবাস অনুযায়ী এগিয়ে নিতে। এই কার্ডটিকে বলা হয় "টেস্টকার্ড"। "টেস্টকার্ড" এর টেন্ডারফুটের অংশটুকু শিখানো বা শেষ করার পরেই গাইডার মেয়েদেরকে পরীক্ষা ও দীক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গাইড টেস্ট কার্ডের "প্রবেশ" ('Entry' of Test Card) ঃ

১. গাইড প্রতিজ্ঞা (Guide Promise) ঃ

গাইডের প্রতিজ্ঞা শুরু হয় এইভাবে -

আমি আমার আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে–

- স্রষ্টা ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিবো
- সর্বদা পরের উপকার করিবো
- গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবো

প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ–

প্রতিজ্ঞা ও নিয়ামাবলীর মাধ্যমে একটি মেয়ে তার জীবনের লক্ষ্য ও নতুন অর্থ খুঁজে পায়। এর মাধ্যমে গাইড তার জীবনের অনেক মূল্যবোধ যেমন– বিশ্বস্ততা, সহিষ্ণুতা, আন্তরিকতা, আত্ম-সচেতনতা, দায়িত্বজ্ঞান ইত্যাদি গড়ে তোলে।

"আত্মসম্মান" - নিজ সম্মান, যা সবাই ক্ষুন্ন রাখতে চায়। সম্মান রক্ষা করতে হলে চরিত্রের কতগুলো গুণ ফুটিয়ে তুলতে হবে যার মাঝে সততা, আন্তরিকতা, কর্তব্য পরায়নতা ইত্যাদি অন্যতম। আত্মসম্মান রক্ষা করতে হলে পরের চোখে নিজেকে কখনই ছোট করা যাবে না।

"প্রতিজ্ঞা" - এর অর্থ কিছু করার প্রতিশ্রুতি। গাইড এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীর মাধ্যমে তার জীবনকে সুগঠিত করে। মানব জীবনের চরিত্র গঠনের সকল গুণই এর মাঝে অন্তর্নিহিত, তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যাবে। আমাদের বিবেক এই প্রতিশ্রুতিকে সঠিকভাবে পালনে সাহায্য করে।

"যথাসাধ্য চেষ্টা করিবো" - এর অর্থ কোন একটি কাজ আন্তরিকতার সাথে নিজের সবটুকু দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করা। সময় ও অভিজ্ঞতার সাথে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং যে কোন কাজ পূর্বের চেয়ে ভাল করা যায়।

"স্রষ্টার প্রতি আমার কর্তব্য"- স্রষ্টা এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের যা কিছু সবই তাঁর কাছ হতে পাওয়া তাই তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি হয় না। কলম - লেখার জন্য। ঘড়ি সময় দেখার জন্য। চোখ - দেখার জন্য। এভাবেই সব সৃষ্টি। আমাদের বুঝতে হবে - মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? বিবেক দিয়ে, বিচার ক্ষমতা দিয়ে নিজের ও পরের জীবনকে সুন্দর করা, স্বার্থক করা, সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা - যা কিছু ভালো তা গ্রহণ করা ও যা কিছু মন্দ তা বর্জন করা। এভাবে আমাদের সর্ব নিয়ত তাঁকে স্মরণ করে তাঁকে খুশি করার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হয়। "জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বরে"। তাই তাঁর সৃষ্টির সকল মানুষের প্রতি সকল জীব জন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা ইত্যাদির প্রতি দায়িত্ব পালন করলে তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা হবে।

"দেশের প্রতি আমার কর্তব্য"- 'দেশ' অর্থ শুধু এক খন্ড মাটি না - 'দেশ' হলো এতে বসবাসকারীর মূল্যবোধ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইত্যাদি। এগুলোকে জানা, বুঝতে পারা ও তা সমুন্নত রাখা হলো দেশের প্রতি কর্তব্য। দেশ আমাদের জন্মভুমি যা আমাদের মায়ের মত - যার কোলে আমাদের জনম, দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, দীক্ষা সব। আজ আমরা যে যেখানে আছি সবই আমাদের দেশ মায়ের দান। এই জন্মভূমি আমাদেরকে দিয়েছে নাগরিকত্ব - যার কারণে "বাংলাদেশী" বলে আমরা গর্বিত। উর্বর জমি, মিঠা পানি, ঘন জঙ্গল, নদীর স্রোত, ফসলের মাঠ, সু-উচ্চ পাহাড় - কী না দিয়েছেন ? আমাদের রক্ষা করেছেন নানা দুর্যোগ থেকে। আমাদের দায়িত্ব দেশকে ভালোবাসা - ঠিক যেমনটি নিজের 'মা' কে ভালোবাসি। প্রয়োজনে তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। বিপদে নিজের যা আছে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিজের যা আছে তা নিয়ে বঞ্চিতদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। এসব করতে হলে আমাদেরকে সু-নাগরিক হতে হবে। আইনকে মান্য করতে হবে। সমাজে অবদান রাখতে হবে। আমরা দুর্বল নাগরিক হলে দেশ দুর্বল হবে। আমরা দেশের সু-সন্তান হলে দেশ শক্তিশালী হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সম্মিলিতভাবে আমরা এক বিরাট শক্তি। সমাজ তথা বিশ্বের কল্যানার্থে আমরাই পারি পরিবর্তন আনতে।

সর্বদা পরের উপকার করিব"- গাইড প্রতিজ্ঞার এই অংশ তার প্রতিজ্ঞার বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। পরের জন্য চিন্তা করলেই পরের উপকার করা যায়। "পরের মঙ্গলে আমার মঙ্গল" এমন ভাবতে হবে। এই কাজ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে করা যায়। গাইড আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরের উপকারের জন্য নিজেকে তৈরী করা। "দক্ষতা বৃদ্ধি" প্রশিক্ষণ জীবনে অনেক কাজে লাগবে। যেমন - প্রাথমিক চিকিৎসা, সাঁতার, পরিবেশ সংরক্ষণ সবই পরের উপকারে সহায়ক হবে। সেই মন ও দক্ষতার জন্য পরিবার, প্রতিবেশি ও সমাজের সবাই গাইডকে সম্মান করবে। পরের সেবার মাঝেই দেশের বা স্রষ্টার সেবা করা যায়। মনে রাখতে হবে - ত্যাগই সেবার মূলনীতি। প্রতিজ্ঞার শেষের অংশটি অর্থাৎ "গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিব" কথাটি অনুধাবন করলেই পরের উপকার করা যায়।

ইংরেজী একটি কবিতার পংক্তি হচ্ছে -
যখনই তুমি হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
উত্তমরূপে বিবেচনা কর এর গুরুত্ব
হৃদয়ে তাকে তুমি খোদাই করে নাও
বুঝতে দাও সকলকে তাতে কী অন্তর্ভুক্ত।

গাইডের নিয়মাবলী মানিয়া চলিবঃ গাইডের নিয়মাবলী পালনের মাধ্যমে মানব জীবনের সকল গুণাবলী প্রস্ফুটিত হয়।

২. গাইড নিয়মাবলী (Guide Law) ঃ

১) **গাইডের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য ঃ** গাইডকে অপরের কাছে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণ যোগ্য হতে হবে। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই নির্ভর যোগ্যতা গড়ে ওঠে। আন্তরিকতা ও সততার সাথে যে কোন কাজ করে নির্ভর যোগ্যতা অর্জন করা যায়। যেমন- গচ্ছিত জিনিস সময় মত ফেরত দেয়া, কথা দিয়ে কথা রাখা ইত্যাদি।

২) **গাইড বিশ্বস্ত ঃ** এর অর্থ যার উপর আস্থা রাখা যায়। গাইড তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে আন্তরিকভাবে পালন করে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে সে অর্জন করে পরের আস্থা। সত্যবাদি, কর্মঠ, আন্তরিক ইত্যাদি নানা গুণের অধিকারী হলে গাইড হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত।

৩) **গাইডের কর্তব্য নিজে কার্যোপযোগী হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করা ঃ** গাইড তার গাইডিং এর শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে দায়িত্বশীল ও কার্যোপযোগী হয়ে গড়ে তোলে। প্রথমে ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে। সময়ের সাথে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই প্রয়োজনে এগিয়ে যায়। সাহায্যের হাত বাড়ায়। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের শিক্ষা "প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ করা" গাইডকে কার্যোপযোগী হয়ে অপরকে সাহায্য করার শিক্ষা দেয়। গাইড অপরের সাহায্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। নিজ হতেই পরের সাহায্যে এগিয়ে যায়, দায়িত্ব নেয় নেতৃত্ব দেয় ও বিশ্বাস অর্জন করে।

৪) **গাইড সকলের বন্ধু এবং গাইড মাত্রই গাইডের ভগিনী ঃ** একজন গাইড একটি বিশ্ব সংস্থার সদস্য। এখানে সবাই মিলে একটি পরিবার তাই গাইড মাত্রই গাইডের ভগিনী। তার বন্ধু সুলভ আচরণ, মিষ্টি হাসি তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। গাইড জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে দেখে। বর্ণবাদী মতবাদ তাকে পীড়া দেয়। নিজ দেশের সকল জেলার গাইড ছাড়াও বিশ্বের ১৫২টি গাইড সদস্য দেশের গাইড বোনদের সাথে সে বন্ধুত্ব করতে পারে।

৫) **গাইড মাত্রই বিনয়ী ঃ** গাইড তার আচরণে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গাইডিং তাকে শিক্ষা দেয় বয়স ভেদে সকলের প্রতি বিনয়ী হতে। দলের সকল গাইড ও বিদ্যালয়ের সকলের সাথে গাইড সংযত আচরণ করে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গাইড সকলের প্রতি ধৈর্য্যশীল, সুবিবেচক ও সহানুভূতিশীল। ঘরে বাইরে সর্বত্রই সে বিনয়ী বলে সমাদৃত হয়।

৬) **গাইড জীবের বন্ধু ঃ** স্রষ্টার সৃষ্ট সকল পশু পাখি ও প্রকৃতির সকল জীবের পরিবেশকে গাইড ভালোবাসে। কথায় আছে "জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" গাইড এদের প্রতি যত্নশীল। তাই বিপন্ন প্রাণী ও পরিবেশ রক্ষায় গাইড অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

৭) **গাইড আদেশ পালন করে ঃ** সুনাগরিক হবার একটি মাপকাঠি হলো শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এই বিষয়টিকে গুরত্ব দিয়েছেন। গাইড বড়দের আদেশ বিনা বাক্যে পালন করে। তারা জানে নিজস্ব মতামত থাকলে পরবর্তীতে আলোচনা করে নেয়া যায় কিন্তু আদেশ অমান্য করা যায় না।

৮) **গাইড হাসি মুখে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে ঃ** জীবন পথে চলতে অনেক প্রতিকূল অবস্থায় পরতে হয়। মেঘের কিনারে যেমন সূর্যের আলো দেখা যায় ঠিক তেমনই প্রতিকূল অবস্থার শেষে সুন্দর দিনের হাতছানি থাকে। গাইড এমন অবস্থায় বিচলিত হয় না। সুচিন্তিত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে হাসিমুখে তারা মোকাবেলা করে।

৯) **গাইড মিতব্যয়ী ঃ** মানব চরিত্রের অন্যতম বড় গুণ হলো মিতব্যয়ী হওয়া। গাইড তার সম্পদ, সময় সব বিষয়ে মিতব্যয়ী। মিত্যব্যয়ী ব্যক্তি সীমিত সম্পদেও সুন্দরভাবে নিজেকে মানিয়ে নেয়। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি দেশের সীমিত সম্পদ এর ব্যবহারে গাইড মিতব্যয়ী, গাইড জানে সে মিতব্যয়ী হয়ে যেইটুকু সাশ্রয় করবে তা পরের জন্য সম্পদ হয়ে যাবে।

১০) **গাইড কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বদাই নির্মল ঃ** মানুষের চিন্তার প্রতিফলন ঘটে তার কথায় ও কাজে। এক সময় তা অভ্যাসে পরিনত হয়। গাইড সকল সময় চিন্তায়, কথায় ও কাজে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে। ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ইত্যাদি ত্যাগ করে নিজকে সংযত রাখে। এজন্য সে একজন নির্মল, সুন্দর মন ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে।

৩. গাইডের পোশাক (Uniform) ঃ

আনুষ্ঠানিক পোশাক

ক্যাম্প পোশাক

আনুষ্ঠানিক পোশাক

মাদ্রাসা

ক্যাম্প পোশাক

আন্তর্জাতিক পোশাক

নির্ধারিত ডিজাইনের পোশাককে ইউনিফর্ম বলা হয়। পোশাক একজন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র পরিচয় দান করে। পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। পোশাক একটি জাতি, গোষ্ঠির, প্রতিষ্ঠান/সংগঠনেরও পরিচায়ক। পোশাক দ্বারা ব্যক্তির কাজের গুরুত্বও বোঝা যায়।

গাইডের পোশাক ঃ

ফ্রক	ঃ	সাদা কামিজ অনন্ত: হাটু পর্যন্ত লম্বা, ফুল হাতা, হাতের মাথায় ব্যান্ড, কাঁধে ফ্লপ লাগানো, সার্ট কলার, বুক পকেট দুইটি।
বেল্ট	ঃ	সাদা কাপড়ের
ওড়না	ঃ	বটলগ্রীন (পিছনে বেল্টের উপর দিয়ে ভিতরে ঢুকানো)।
সালোয়ার	ঃ	সাদা
টাই	ঃ	ত্রিকোন বটলগ্রীন কাপড়ের
জুতা	ঃ	সাদা বন্ধ জুতা
মোজা	ঃ	সাদা
চুলের ফিতা	ঃ	কালো

গাইডার/কমিশনার/সদস্যদের পোশাক ঃ

শাড়ী	ঃ	সাদা শাড়ী, এক ইঞ্চি বটলগ্রীন পাড়
ব্লাউজ	ঃ	সাদা ব্লাউজ, অস্বচ্ছ কাপড়ের হাফ হাতা/ ফুল হাতা কব্জি পর্যন্ত, কাঁধে ফ্ল্যাপ লাগানো (থ্রি-কোয়ার্টার হাতা হবে না)। ওপেন বা ব্লেজার কলার
স্কার্ফ	ঃ	গাঢ় সবুজ স্কার্ফ - এর উপর "লাল, হলুদ বর্ডার" ($\frac{১}{২}+\frac{১}{২}=১$") হবে
জুতা	ঃ	সাদা অথবা কালো
মোজা	ঃ	সাদা অথবা চামড়ার রং

শীতকালীন সোয়েটার/শাল ঃ বটলগ্রীন, সাদা, কালো এর যে কোন একটা রং

আন্তর্জাতিক পোশাক ঃ একই নিয়মে সোনালী রং- এর হবে

ক্যাম্পের পোশাক ঃ গাইড/রেঞ্জার/গাইডার/কমিশনার/সদস্যদের পোশাক একই নিয়মে বটলগ্রীন রং -এর হবে

ক্যাম্পের পোশাক ঃ গাইড/রেঞ্জার/গাইডার/কমিশনার/সদস্যদের পোশাক একই নিয়মে বটলগ্রীন রং -এর হবে হলদে পাখীদের আলাদা রং- এর ক্যাম্পের পোশাক নাই। ইউনিফর্মের সাথে বোরখা, ওড়না, স্কার্ফ এ্যাপ্রোন পরতে পারবেন তবে সাদা ইউনিফর্মে সাদা সাথে বোরখার নিচে অংশে এক ইঞ্চি বটলগ্রীন পাড় থাকতে হবে। এছাড়া ক্যাম্প পোশাকের সাথে বটলগ্রীন ইউনিফর্মে বটলগ্রীন পরতে হবে। হলদে পাখীদের আলাদা রং- এর ক্যাম্পের পোশাক নাই। ইউনিফর্মের সাথে বোরখা, ওড়না, স্কার্ফ এ্যাপ্রোন পরতে পারবেন তবে সাদা ইউনিফর্মে সাদার সাথে বোরখার নিচে অংশে এক ইঞ্চি বটলগ্রীন পাড় থাকতে হবে। এছাড়া ক্যাম্প পোশাকের সাথে বটলগ্রীন ইউনিফর্মে বটলগ্রীন বোরখা, ওড়না পরতে হবে।

অলংকার ঃ ইউনিফর্মের সাথে ছোট কানের ফুল এবং হাতে চুড়ি ১টি করে পরতে পারবেন। হিন্দু ধর্মে শাখা লালচুড়ি এবং টিপ সিঁদুর থাকবে। গলায় চেইন সহ ছোট লকেট পরা যাবে। ছোট মুক্তার মালাও পরা যায়। গাইডরা প্রবেশের অংশ শেষ করার পরে বিদ্যালয় ইউনিফর্মের সাথে গাইড টাই পরতে পারবে। কেউ গাইডের পোশাক পরতে চাইলে পরতে পারবে, তবে কোন গাইড সদস্য সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করতে হলে অবশ্যই গাইড পোশাক পরিধান করতে হবে। এছাড়াও এসোসিয়েশনের যে কোন কর্মসূচীতে গাইড পোশাক পরিধান করা বাঞ্ছনীয়।

৪. গাইড গান/খেলা (Guide songs & Games) ঃ

World Song

Our way is clear as we march on
And see our flag on high
Is never furled through out the world
for hope shall never die
We must unite for what is right
In friendship true and strong
Until the earth
In its re-birth
Shall sing our song (2)

Day Taps

Thanks and praise
For our days
Neath the sun
Neath the stars
Neath the sky
As we go
This we know
God is nigh.

Night Taps

Day is done
Gone the sun
From the sea
From the hills
From the sky
All is well
Safely rest
God is nigh.

Song-2

I want to be your friend
A little bit more ..... (2)
A little bit.....(3) more

আমি বন্ধু হতে চাই
আরও একটু.....(২)
আরও ..... (৩) আরও একটু

কাগজের টুকরো, কাগজের টুকরো
পড়ে আছে ঐ, পড়ে আছে ঐ
জায়গা করে নোংরা, জায়গা করে নোংরা
তুলে ফেলো, তুলে ফেলো।

দিন শেষে রবি ম্লান
সাগরে, পাহাড়ে, আকাশে
শুভ সব শুভ হোক
স্রষ্টার জয়।

৫. প্রতিদিন ভালো কাজ করা (Good Turn) ঃ

শিশুকাল থেকেই মানুষের চরিত্র গঠনের কাজ শুরু হয়। চরিত্র গঠনের বিশেষ কতোগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি হলো "ভালো কাজ"। প্রতিদিন গাইডদের একটি করে ভালো কাজ করতে হবে তাদের উপযোগী কত গুলো আকর্ষণীয় ও লোভনীয় কাজের মাধ্যমে। গাইড আন্দোলনে "ভালো কাজ" অর্থ সাধারণ ভদ্রতা, দয়া ইত্যাদির উর্ধ্বে কোন অতিরিক্ত সেবা বা চিন্তার প্রদর্শন। এই পরোপকার করার মনোভাব গাইডের জন্য গুরত্বপূর্ণ। গাইড তার "ভালো কাজ" এর মাধ্যমে নীরবে পরের উপকার করে যাবে। কিন্তু প্রতিদানে কিছুই আশা করবে না। বরং পরের উপকার করার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে সুবিধা প্রাপ্ত (চৎরারষধমবফ) বা ধন্য মনে করবে।

৬. গাইডের সালাম চিহ্ন ও বাম-হাত মিলানো (Guide Salute/Sign & Left Hand Shake) ঃ

সালাম (Salute) ঃ

ভূমিকা ঃ বিশ্ব জুড়ে সকল গাইড সদস্য একই নিয়মে একে অপরকে সালাম জানিয়ে অভিবাদন জানায়। যদি দীক্ষাপ্রাপ্ত সদস্য পূর্ণ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় থাকে তাহলে "ফুল স্যালুট " দিবে।
ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় না থাকলে তখন হাফ স্যালুট করবে।

গাইড সালাম দেওয়ার নিয়ম ঃ ডান হাত ভ্রু পর্যন্ত উঠবে। তালু বাইরের দিকে। বৃদ্ধা আঙ্গুল কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে চেপে ধরবে। মাঝের তিন আঙ্গুল উপরের দিক ভ্রু'কে স্পর্শ করে স্যালুট বা সালাম দিবে। এই তিন আঙ্গুল দ্বারা গাইডের প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশকে স্মরণ করে।

হাফ স্যালুট বা চিহ্ন ঃ তিন আঙ্গুল কাঁধ বরাবর দেখানোকে হাফ স্যালুট বা চিহ্ন বলে। দীক্ষা প্রাপ্ত গাইড সদস্য ইউনিফর্ম পরা না থাকলেও হাফ স্যালুট দিতে পারবে। এছাড়াও প্রতিজ্ঞা নবায়নের সময় দীক্ষাপ্রাপ্ত সকল সদস্য হাফ স্যালুট দিবে।

কখন সালাম দিবে ঃ

১. কালার্স এর সময়
২. দীক্ষা দান অনুষ্ঠানে
৩. আনুষ্ঠানিক ভাবে পতাকা উঠানো এবং নামানোর সময়।
৪. এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে এ্যাওয়ার্ড প্রদানের সময়।
৫. গাইড আন্দোলনের অপর সদস্যকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায়।

বাম হাত মিলানো (Left Hand Shake) ঃ

একজন গাইড অপর গাইড সদস্যকে অভিবাদন জানাতে বাম হাতে হাত মিলায় ও ডান হাতে সালাম বা তিন আঙ্গুলের গাইড চিহ্ন দেয়। এই অভিবাদনের রীতি বিশ্ব জুড়ে গাইড আন্দোলনের সর্বত্র গৃহিত ও স্বীকৃত হয়েছে।
প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল একবার আফ্রিকার "আশান্তি" গোত্রের রাজধানী "কুমাসী" তে ছিলেন। তিনি যখন "আশান্তি" নেতাকে হাত মিলাবার জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দেন বন্ধুত্বের অভিবাদনের জন্য, "আশান্তী চীফ" তার বা হাতের বর্ষা সম্বলিত অস্ত্রটি ডান কাধে নিয়ে বা হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন এর অর্থ হলো বা হাত হৃদয়ের কাছে।

তার গোত্রে সাহসীদের মাঝে সবচাইতে সাহসী ব্যক্তি বন্ধুর সাথে হাত মিলাতে তার অস্ত্র নামিয়ে রেখে বা হাত বাড়িয়ে দেয় যাতে বোঝা যায় সে নিরস্ত্র ও বন্ধুর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস আছে। ব্যাডেন পাওয়েল চাইলেন তার স্কাউট ও গাইডরা সঙ্কোচ না করে খোলা মনে অপরকে অভিনন্দন জানাবে। বিশেষ করে অপর গাইডকে।

৭. গাইডের গেরো (Guide Knot) ঃ রিফ নট্ (Riff Knot) ঃ

একই সমান পুরত্বের দড়ি জোড়া দেওয়ার কাজে এই গেরো ব্যবহার করা হয়। এই গেরো পতাকার দড়ি, কাপড় ঝুলানোর দড়িতে ব্যবহার করা হয়। এই গেরো ব্যান্ডেজ-এ ব্যবহার করা হয় বলে একে ডাক্তারি গেরো বলা হয়।

রীফ নট্ (Riff Knot) দেবার নিয়ম ঃ

১. ২টি সমান পুরত্বের (Thickness) দড়ি নাও।
২. ডান হাতের দড়ি বা হাতের দড়ির উপর দাও।
৩. ডান হাতের দড়িটি বা হাতের দড়ির নীচে দিয়ে ঘুরিয়ে উঠিয়ে আনো। এতে করে অর্ধেক গেরো হলো।
৪. এবার বা হাতের দড়ি ডান হাতের দড়ির ওপরে রাখো।
৫. একই ভাবে আরেকটি অর্ধেক গেরা কর।
৬. একই সাথে দুই প্রান্তের দড়ির মাথা ধরে টান দাও- এতে গেরো শক্ত হবে।
৭. এবার নিজে চেষ্টা কর।

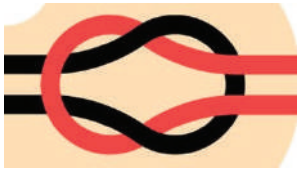

এক দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করে গাইডার যা যা করতে পারবেন ঃ

* অভিভাবকের মতামত নিয়ে গাইড দল খুলবেন।
* দল এন্ট্রি করবেন।
* টেস্ট কার্ডের "প্রবেশ" অংশ মেয়েদেরকে শিখিয়ে টাই পরাবেন।
* গাইডদেরকে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন। তবে বিদ্যালয়ের বাইরে কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য অবশ্যই গাইডদের গাইডের পোশাক পরতে হবে।

গাইড অনুষ্ঠানাদি (Ceremonials of Girl Guides) ঃ

উৎসব মানব জীবনে একটি মূল্যবান ভূমিকা রাখে। রীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝে প্রকাশ পায়।

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা যায়। মনে প্রশান্তি আসে। তাছাড়া অনুষ্ঠান পরিবেশনকারী তার সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ পায়। বর্হিজগতে পরিচিতি লাভ এর সুযোগ ঘটে।

গাইডের অনুষ্ঠানাদি ঃ

গাইডরা বিভিন্ন সময়ে উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। যে অনুষ্ঠান "নির্ধারিত" হয় এবং পরিবর্তন করা যায় না, বিশেষ করে প্রয়োগিক (টেকনিক্যাল) বিষয়ে পরিবর্তন করা হয় না তাকে "সেট সেরেমনিয়ালস" বলে। যেমন -

- পতাকা উত্তোলন
- গার্ড অব অনার
- পেট্রোল ড্রীল
- দীক্ষা দান
- হাইকিং
- তাঁবুজলসা

উপরোক্ত অনুষ্ঠানাদি হতে শুধু একটি অনুষ্ঠান পালন করা হলে তাকে "সেরেমনি" ও সামগ্রিক ভাবে অনুষ্ঠানাদিকে "সেরেমনিয়ালস" বলা হয়। নির্ধারিত এই অনুষ্ঠানাদি বা সেরেমনীয়ালস নিজ পেট্রোলেও নেয়া যায়। এতে মেয়েরা আনন্দ পাবে ও উৎসাহ বাড়বে।

গাইড কর্মসূচী ঃ

- দিবস পালন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)
- র‍্যালী (গাইড টেস্ট কার্ডের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন)
- সেমিনার ও আলোচনা সভা
- সচেতনতামূলক কর্মসূচী (বৃক্ষরোপন, ট্রাফিক সপ্তাহ, দূর্যোগ মোকাবেলা প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)
- ক্যাম্প
- প্রকল্প
- এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী
- আন্তর্জাতিক কর্মসূচী
- নৈপূণ্য সূচক ব্যাজ
- দল খুলবেন ও দল এন্ট্রি করবেন
- বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শাখা-১১ (মাধ্যমিক-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০৭৬.১২.৩৯৬

তারিখ : ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় : **দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং/গার্ল ইন স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদায়কৃত অর্থ স্কাউটিং/গার্ল ইন স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা।**

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম একটি স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট, রোভার/গার্ল ইন রোভার স্কাউট দল ও গার্ল গাইড/রেঞ্জার দল গঠন করার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন দেশব্যাপী স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সম্পূরক হিসেবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু-কিশোর-যুব গোষ্ঠী, বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের দেশ ও বিশ্বের যোগ্য নাগরিক এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কাউটস ও গার্লস গাইড আন্দোলনের ভূমিকা ও অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

২.০ (ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সভাপতি, প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক স্কাউটস এর যথাক্রমে পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি, জেলা প্রশাসকগণ জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার স্কাউটস এর সভাপতি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে স্কাউট আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। এ ছাড়াও সমগ্র দেশে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ, সমাজসেবী, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এ মহতি প্রচেষ্টায় শরিক হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(খ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী নির্বাচিত অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার/জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত জেলা কমিশনার/উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় কমিশনারগণ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নিরলসভাবে গাইড আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। এ ছাড়াও সমগ্র দেশে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ, সমাজসেবী, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে গার্ল গাইড এসোসিয়েশনের নারী নেতৃত্ব বিকাশের কর্মসূচিকে জোরদার করার লক্ষ্যে মহতি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩.০ বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিতভাবে স্কাউটিং/গার্ল ইন স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সার্বিক বিবেচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ;

৩.১ শিক্ষার্থীদের জন্য স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট দল এবং গার্ল গাইড দল গঠন করে যথাক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর "গঠন ও নিয়ম" এবং গাইডের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট ও গার্ল গাইড কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে ;

চলমান পৃষ্ঠা/-২

৩.২ সহশিক্ষা চালু আছে এমন বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে ছাত্রদের জন্য অন্তত: একটি স্কাউট দল, ছাত্রীদের জন্য একটি গার্ল ইন স্কাউট দল এবং একটি গার্ল গাইড দল গঠন করে যথাক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর "গঠন ও নিয়ম" এবং গাইডের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট ও গার্ল গাইড কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে ;

৩.৩ স্কাউটিং/গার্ল ইন স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন সম্পর্কীয় বিভিন্ন খরচ নির্বাহের লক্ষ্যে সকল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে সেশনের শুরুতে আবশ্যিকভাবে মাথা পিছু ২৬.০০(ছাব্বিশ) টাকা হারে স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট ও গার্ল গাইড ফি বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে আদায় ও ব্যয় করা হবে:

৩.৩.১ ধার্যকৃত ২৬.০০(ছাব্বিশ) টাকার মধ্যে ১৬.০০ (ষোল) টাকা স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট ফি হিসেবে বছরের শুরুতে সেশন চার্জের সাথে আবশ্যিকভাবে আদায়ের মাধ্যমে স্কাউট তহবিল গঠন করা হবে। আদায়কৃত ফি এর মধ্যে ১১.০০ (এগার) টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও স্কাউট সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে স্থানীয় ব্যাংকে পৃথক সঞ্চয়ী হিসাবে পরিচালিত হবে। অবশিষ্ট ৫.০০(পাঁচ) টাকার মধ্যে ২.০০(দুই) টাকা হারে সংশ্লিষ্ট জেলা স্কাউট সম্পাদক বরাবর এবং ৩.০০ (তিন) টাকা হারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউট সম্পাদক বরাবর ক্রসড্ চেক/পে অর্ডার মারফত অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে ;

৩.৩.২ ধার্যকৃত ২৬.০০(ছাব্বিশ) টাকার মধ্যে ১০.০০ (দশ) টাকা গার্ল গাইড ফি হিসেবে বছরের শুরুতে সেশন চার্জের সাথে আবশ্যিকভাবে আদায়ের মাধ্যমে গাইড তহবিল গঠন করা হবে। আদায়কৃত ফি এর মধ্যে ৬.০০ (ছয়) টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গাইডারের যৌথ স্বাক্ষরে স্থানীয় ব্যাংকে পৃথক সঞ্চয়ী হিসাবে পরিচালিত হবে। অবশিষ্ট ৪.০০(চার) টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর ক্রসড্ চেক/পে অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসার ২.০০ (দুই) টাকা হারে সংশ্লিষ্ট গার্ল গাইড কমিশনার বরাবর এবং ২.০০(দুই) টাকা হারে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কমিশনার বরাবর ক্রসড্ চেক/পে অর্ডার মারফত অবিলম্বে প্রেরণ করবেন।

৩.৪ স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট দল ও গার্ল গাইড ইউনিট পরিচালনাকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রত্যেক স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট লিডার এবং গার্ল গাইডার মাসিক ২০০.০০ (দুইশত) টাকা এবং উডব্যাজধারী লিডার এবং ওয়ারেন্ট গাইডারকে মাসিক ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রতিষ্ঠানের স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট ও গাইড তহবিল হতে সম্মানী প্রদান করতে হবে ;

৩.৫ স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট দল ও গার্ল গাইড তহবিলে জমাকৃত অর্থ কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যয় হবে। স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট এবং গার্ল গাইড ফি আদায় এবং আদায়কৃত অর্থ স্কাউটিং/গাইডিং কার্যক্রমে ব্যয় নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে জারীকৃত নির্দেশনামা যথারীতি অনুসরণ করা না হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্টদের/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.০ বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক বর্ণিত কার্যক্রম যথারীতি গ্রহণ করত: এ সম্পর্কিত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন অবিলম্বে জেলা, উপজেলা স্কাউটস/গার্ল গাইড এর সম্পাদক/কমিশনার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পৃষ্ঠা/-৩

৫.০ স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট দল ও গাইড খোলা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নির্ধারিত স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট/গাইড ফি যথারীতি আদায়, আদায়কৃত অর্থ অবিলম্বে বিদ্যালয় স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট এবং গাইড তহবিল ও উপজেলা/জেলা স্কাউট সম্পাদক/গার্ল গাইড কমিশনার বরাবর জমা দেয়া এবং কেবল স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রমে ব্যয় নিশ্চিতকরণ, ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান, মঞ্জুরী নবায়ন ও সরকার কর্তৃক প্রদেয় বেতন ভাতা বাবদ ভর্তূকি দানের শর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় : **দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোভারিং/গার্ল ইন রোভারিং ও রেঞ্জারিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদায়কৃত অর্থ রোভারিং/গার্ল ইন রোভারিং ও রেঞ্জারিং কার্যক্রম পরিচালনা।**

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম একটি স্কাউট/গার্ল ইন স্কাউট, রোভার/গার্ল ইন রোভার স্কাউট দল ও গার্ল গাইড/রেঞ্জার দল গঠন করার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন দেশব্যাপী স্কাউটিং ও গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সম্পূরক হিসেবে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পিত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু-কিশোর-যুব গোষ্ঠী, বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের দেশ ও বিশ্বের যোগ্য নাগরিক এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কাউটস ও গার্লস গাইড আন্দোলনের ভূমিকা ও অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

২.০ (ক) বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সভাপতি, প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক স্কাউটস এর যথাক্রমে পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি, জেলা প্রশাসকগণ জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার স্কাউটস এর সভাপতি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে স্কাউট আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। এ ছাড়াও সমগ্র দেশে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ, সমাজসেবী, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এ মহতি প্রচেষ্টায় শরিক হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(খ) বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী নির্বাচিত অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার/জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত জেলা কমিশনার/উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় কমিশনারগণ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে নিরলসভাবে গাইড আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন। এ ছাড়াও সমগ্র দেশে অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ, সমাজসেবী, নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে গার্ল গাইড এসোসিয়েশনের নারী নেতৃত্ব বিকাশের কর্মসূচিকে জোরদার করার লক্ষ্যে মহতি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩.০ পরিকল্পিত রোভারিং/গার্ল ইন রোভারিং ও রেঞ্জারিং কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সার্বিক বিবেচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

৩.১ দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য রোভার স্কাউট/গার্ল ইন রোভার স্কাউট দল এবং রেঞ্জার দল গঠন করে যথাক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর "গঠন ও নিয়ম" এবং গাইডের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে ;

চলমান পৃষ্ঠা/-৪

৩.২ সহশিক্ষা চালু আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে ছাত্রদের জন্য অন্ততঃ একটি রোভার স্কাউট দল, মেয়েদের জন্য একটি গার্ল ইন রোভার স্কাউট দল এবং একটি রেঞ্জার দল গঠন করে যথাক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর "গঠন ও নিয়ম" এবং গাইডের "গঠন ও বিধি" অনুযায়ী রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে ;

৩.৩ সকল শিক্ষার্থীর নিকট থেকে রোভার/গার্ল ইন রোভার ফি বাবদ মাথাপিছু ১৬.০০ (ষোল) টাকা এবং রেঞ্জার ফি ১০.০০ (দশ) টাকা বছরের শুরুতে সেশন চার্জের সাথে আবশ্যিকভাবে আদায় করতে হবে। আদায়কৃত টাকা যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রোভার তহবিলে এবং রেঞ্জার তহবিলে জমা করতে হবে ;

৩.৪ রোভার ফি বাবদ আদায়কৃত ১৬.০০ (ষোল) টাকার মধ্যে ১১.০০ (এগারো) টাকা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে পৃথক ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হবে এবং অবশিষ্ট ৫.০০ (পাঁচ) টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা রোভার স্কাউট সম্পাদক বরাবর ক্রসড চেক/পে অর্ডার মারফত জমা দিতে হবে। রেঞ্জার ফি বাবদ আদায়কৃত ১০.০০ (দশ) টাকার মধ্যে ৫.০০ (পাঁচ) টাকা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও রেঞ্জার গাইডার এর যৌথ স্বাক্ষরে পৃথক ব্যাংক হিসাবে পরিচালিত হবে এবং অবশিষ্ট ৫.০০ (পাঁচ) টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা গাইড কমিশনার বরাবর ক্রসড চেক/পে অর্ডার মারফত জমা দিতে হবে ;

৩.৫ রোভার/গার্ল ইন রোভার দল ও রেঞ্জার ইউনিট পরিচালনাকারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রত্যেক রোভার/গার্ল ইন রোভার লিডার এবং রেঞ্জার গাইড ২০০.০০ (দুইশত) টাকা এবং উডব্যাজধারী লিডার এবং ওয়ারেন্ট গাইডারকে মাসিক ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রতিষ্ঠানের রোভার/গার্ল ইন রোভার/রেঞ্জার তহবিল হতে সম্মানী প্রদান করতে হবে ;

৩.৬ রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জার তহবিলে জমাকৃত অর্থ কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোভারিং ও রেঞ্জারিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যয় হবে। রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জারিং ফি আদায় এবং আদায়কৃত অর্থ রোভারিং/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জারিং কার্যক্রমে ব্যয় নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে জারীকৃত নির্দেশনামা যথারীতি অনুসরণ করা না হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.০ রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জার দল খোলা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নির্ধারিত রোভার/গার্ল ইন রোভার/রেঞ্জার ফি যথারীতি আদায়, আদায়কৃত অর্থ অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রোভার স্কাউট/গার্ল ইন রোভার এবং রেঞ্জার তহবিল ও জেলা রোভার সম্পাদক/গার্ল গাইড কমিশনার বরাবর জমা দেয়া এবং কেবল রোভার/গার্ল ইন রোভার ও রেঞ্জারিং কার্যক্রমে ব্যয় নিশ্চিতকরণ, ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান, মঞ্জুরী নবায়ন ও সরকার কর্তৃক প্রদেয় বেতন ভাতা বাবদ ভর্তূকি দানের শর্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।

৫.০ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত সংশ্লিষ্ট আদেশসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২১.৫.২০১৭
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

চলমান পৃষ্ঠা/-৫

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০৭৬.১২.৩৯৬

তারিখ : ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব/সচিব.....(সকল)।
৬. প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. সচিব, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. উপাচার্য.....(সকল)...(পরিপত্রের নির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করার জন্য)।
১০. অতিরিক্ত সচিব [প্রঃ ও অর্থ-উন্নয়ন-বিশ্ববিদ্যালয়-মাধ্যমিক (সরকারি-বেসরকারি)], মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি-মাদ্রাসা), কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনা-বরিশাল-সিলেট-রংপুর-ময়মনসিংহ) বিভাগ।
১৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, মাদ্‌সারা শিক্ষা অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
১৬. যুগ্ম-সচিব (কলেজ-মাধ্যমিক-বিশ্ববিদ্যালয়), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-রাজশাহী-যশোর-সিলেট-বরিশাল-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম- দিনাজপুর।
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গালর্স গাইড এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২০. জেলা প্রশাসক (সকল).....(অধিক্ষেত্রাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
২১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৪. তথ্য কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
২৬. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)..... ।
২৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল).....(সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
২৮. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ...(পরিপত্রের নির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করার জন্য)।

(অসীম কুমার কর্মকার)
সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০৩৪১

সমাপ্ত

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইডিং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে
নড়াইল জেলায়
৫ দিনের গাইড গাইডার মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
স্থান ঃ নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নড়াইল
তারিখ ঃ ৩০ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত
আয়োজনেঃ বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন, খুলনা অঞ্চল, খুলনা

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

Bangladesh Girl Guides Association

Headquarter, Guide House, New Baily Road, Dhaka-1000

Phone : +88 02 41031435, 02 41031431, E-mail: bgguidesho@gmail.com

Web: girlguides.org.bd, Facebook.com/BggaHQ